বি.পি. ফিল্মসের বাংলা ছবি
মাহুত বন্ধুরে
সঙ্গীত ও পরিচালনা
ভূপেন হাজারিকা
কাহিনী • আলোকেশ বড়ুয়া

বি. পি. ফিল্মস্ এর সশ্রদ্ধ নিবেদন

মাহুত বন্ধুরে

৺প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ছবি উৎসর্গ করা হোল।
গৌরীপুরের বড়ুয়া পরিবার ও মাহুত সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগিতা
ভিন্ন এই ছবি কোনক্রমেই প্রযোজনা করা সম্ভব হোত না

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

নবাগতা তৃষ্ণা ● দীলিপ রায়

অন্যান্য ভূমিকায় ঃ

মানসী সোম ◦ প্রভাত মুখার্জ্জী ◦ জহর রায় ◦ প্রকৃতিশ বড়ুয়া
অরূপ বড়ুয়া ◦ বিষ্ণু রাভা ইত্যাদি

চিত্র গ্রহণে ঃ অজয় মিত্র
সহকারী ঃ ননী দাস - আশু দত্ত, শঙ্কর।
যন্ত্র সঙ্গীতে : এইচ বিশ্বাস ও সম্প্রদায়।
কণ্ঠ সঙ্গীতে ঃ
প্রতিমা - বয়ানুদ্দিন. ভবেন - বাসতী
কৃষ্ণ - মানব ভূপেন।
অতিরিক্ত কণ্ঠ সঙ্গীতে : শ্যামল ও ইলা।
ক্যালকাটা মুভিটোনে গৃহীত
বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসে পরিস্ফুটিত।
অতিরিক্ত সংলাপে : পরেশ মজুমদার
ব্যবস্থাপনায় : অমল বড়ুয়া, দেবু ব্যানার্জ্জী

ধারা রচনায় ঃ সুধীর মুখার্জ্জী
ধারা বিবরণী পাঠ : অসিত সেন
গীত রচনায় ঃ প্রবিত্র মিত্র. কল্যাণ দাশগুপ্ত
পরিচয় লিখনে ঃ শচীন ভট্টাচার্য্য
সম্পাদনায় ঃ রমেশ যোশী
সহকারী : অমলেশ সিকদার
শব্দ যন্ত্রে : অবনী চাটার্জ্জী. বাণী দত্ত,
সত্যেন চাটার্জ্জী।
সহকারী ঃ হৃষী বন্দোঃ, কুমারণ
চিত্রপাঠ্য ও সংলাপ ঃ অলোকেশ বড়ুয়া

সহকারী পরিচালক ঃ

রমেন মুখোপাধ্যায় ◦ অজয় বড়ুয়া ◦ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

লোক-সংগীত সংগ্রহে ঃ প্রতিম বড়ুয়া

রূপসজ্জায় ঃ দুর্গা চ্যাটার্জী

অন্তর্দৃশ্য-শিল্প-নির্দ্দেশে ঃ রামচন্দ্র সিন্ধে

আলোক সম্পাতে ঃ

হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর, অভিমন্যু, দুঃখী, সুদর্শন, অবনী, সন্তোষ।

প্রচারে ঃ সরোজ সেনগুপ্ত, বিমল মুখোপাধ্যায়

পরিবেশনায় ঃ বিশ্বভারতী পিক্‌চার্স

কাহিনী

ভূটানের পর্ব্বতমালা হতে উৎপন্ন হয়েছে চম্পা নদী। তার স্ফটিক স্বচ্ছ জলের ধারা উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম আসামের বুক বয়ে চলেছে। চম্পা নদীর কূলে ঘন সবুজ অরণ্যের বহির্ভাগে 'বডো' উপজাতিদের একটি গ্রাম।

শান্তিপূর্ণ এই উপজাতিদের গ্রাম আজ উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেছে। প্রতি বছরের মত এবারও বন্য হাতী ধরার জন্য মহালদার লালজী তার দল বল নিয়ে এই গ্রামে এসে পৌচেছে। তাদের অস্থায়ী বাঁশ ও খড়ের কুঁড়ে ঘর গুলি এরই মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। জোয়ান মাহুতদের মনে আজ অনেক রঙ্গীন আশার নীড় বাধ্‌ছে। হাতী ধরায় তাদের মোটা রকমের আয় হলে তারা তাদের প্রিয়তমাকে বিয়ে করবে। এদের মধ্যে আছে কান্তেশ, দলের পাণ্ডা, আর রূপনাথ যে এখনও মাহুত হিসেবে হাত পাকাতে পারে নি। কান্তেশের একান্ত বাসনা দেবসীকে বিয়ে করা। গ্রামের গাওবুরহা বা সর্দ্দারের পালিত কন্যা সে। বিহার প্রদেশের মেয়ে। আর রূপনাথ চায় নওয়ালীকে বিয়ে করতে। কিন্তু বিয়ের আগে তাকে অন্ততঃ আর একটি হাতী ধরতে হবে বিয়ের খরচ মেটাতে। কান্তেশ ও রূপনাথের হৃদয় আনন্দে উল্লাসিত। দেবসী ও নওয়ালীরও সেই অবস্থা।

কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ গ্রামেও একদিন অশান্তির কালোছায়া ঘনিয়ে আসে। কাঠের ব্যবসায়ী সন্দীপ রায় শহর থেকে এসে উপস্থিত হয় এই গ্রামে। এই লম্বা-চওড়া লোকটিকে গ্রামের সবাই একটু ভিন্ন চোখে দেখতো। তা'র চরিত্র ছিল অদ্ভুত ধরণের। সে যা করতে চাইত তা' যেমন ক'রে হোক হাসিল করতো।

একদিন পথে হঠাৎ সন্দীপ রায়ের সংগে দেবসীর দেখা হয়ে যায়। দেবসীকে দেখেই তা'র খুব ভাল লাগে এবং তা'র সংগে মেলামেশা করতে শুরু করে। সরলমনা গ্রাম্য-বালিকা দেবসী তা'র সঙ্গে মেলামেশায় কোন দোষ দেখতে পায় না। কিন্তু শহরে বাবুটি দেবসীর এই সরলতার সুযোগ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

সন্দীপ রায়ের সংগে দেবসীর এই অবাধ মেলামেশা কান্তেশের মোটেই ভাল লাগলো না। সে খুবই ক্ষুন্ন হয়ে উঠলো। শহরের লোকগুলোকে কান্তেশ মোটেই সহ্য করতে পারতো না। কারণ শহর থেকেই সমস্ত গরলের উৎপত্তি এবং শহরের লোক মাত্রেই দুষ্ট প্রকৃতির এই ধারণা তা'র হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। শহরের লোকের প্রতি তার এই জাতক্রোধের কারণ দেবসী ঠিক বুঝে উঠতে পারতো না। তা'র গ্রাম্য সরল হৃদয়ে আতিথেয়তা ধর্ম্মস্বরূপ এবং সন্দীপের প্রতি কান্তেশের এই অহেতুক বিদ্বেষ তা'র মনকে বিষিয়ে তুললো।

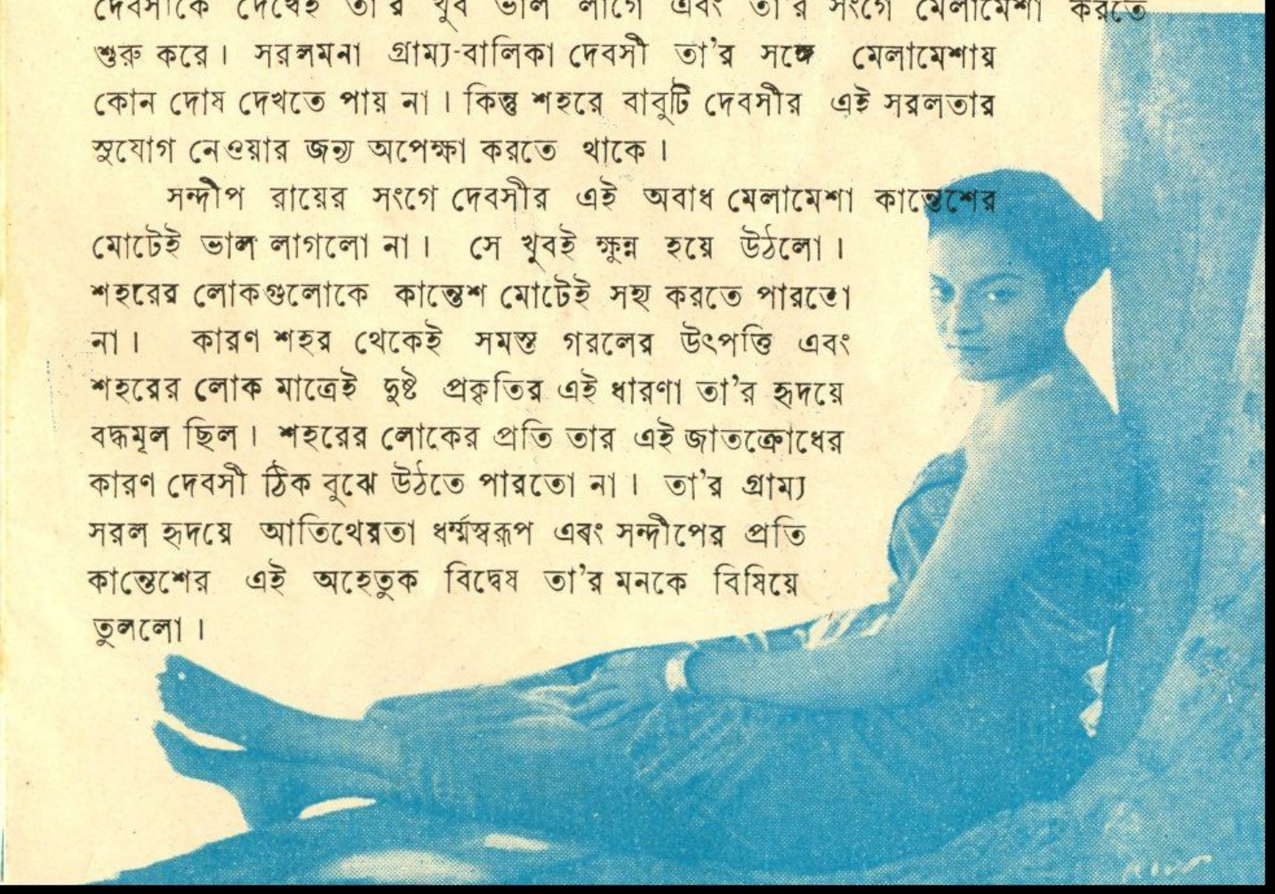

দিনের পর দিন আসে, নানা ঘটনা ঘটে যায়। একদিন এক চরম দুর্ঘটনা ঘটলো। হাতী ধরতে গিয়ে তরুণ মাহুত রূপনাথ মারা গেল। নওয়ালীর অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। প্রিয়তমের এই মার্ম্মান্তিক মৃত্যুতে তা'কে সান্ত্বনা দেওয়ার কিই বা আছে! কিন্তু মাহুতদের জীবনই তো এই। কখন মৃত্যুর করাল ছায়া তাদের জীবনে নেমে আসে—কে বলতে পারে!

কান্তেশ ও দেবসীর সম্পর্ক ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে এবং শহুরে বাবুটির ব্যবহারে তা' আরও প্রকটরূপ ধারণ করে। একদিন সুযোগ পেয়ে কান্তেশ বাবুটিকে শাসায় যাতে সে তা'র ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম না করে। সে বলে হাতী যেমন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌লে তা'কে মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে পারে তা'র মনের অবস্থাও তেমনি। কিন্তু বাবুটিও তা'র ধমকানিতে মোটেই কান দেয় না।

একদিন অবস্থা চরমে উঠে। রাগে উন্মত্ত হয়ে কান্তেশ দেবসীকে অপমান করে এবং তা'র বাবার সমক্ষে তা'র চরিত্রের অবমাননা করে। দেবসীর বাবা এতে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে দেবসীকে অমানুষিক ভাবে প্রহার করে। দেবসীও বিনা দোষে প্রহৃত হয়ে মনে মনে ঠিক করে যে সে শহুরে বাবুটির সংগে পালিয়ে যাবে। অচিরেই সেতা'র সংকল্পের রূপ দেয়। কান্তেশ তখন গায়ের বাইরে। হাতী ধরতে দূরে কোন জঙ্গলে গেছে। বাবুর সংগে পালিয়ে যাওয়ার সময় পথে রাত্রি নেমে আসে। এক অতিথিশালা দেবসী ঘরের ভেতর আশ্রয় নেয়, বাবুটি বারান্দায় রাত কাটায়।

ঘরের মধ্যে দেবসী নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। প্রথমে মনে হয় বাবুর সংগে পালিয়ে এসে সে ভালই করেছে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সে নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করে। মনে পড়ে তার ছোট্ট গ্রামটির কথা, তা'র স্নেহময় পিতার কথা, তা'র মিষ্টিভাষিণী সঙ্গিনীদের কথা, কুলু কুলু রবে বয়ে যাওয়া চম্পা নদীর কথা এবং সর্বোপরি তার প্রিয়তম কান্তেশের কথা। দুঃখে ও পরিতাপে তা'র হৃদয়পূর্ণ হয়, তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। সে মনে মনে সংকল্প করে ফিরে যেতে—কিন্তু কি ভাবে! সে ভাবে তা'র প্রিয়তম কান্তেশ নিশ্চয়ই আসবে তা'র খোঁজে। সে নিশ্চয়ই আসবে। তা'কে আস্‌তেই হবে। সে কি আস্‌বে?

সঙ্গীতাংশ

গান ১

গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে,
হস্তীরে চড়ান হস্তীরে নড়ান হস্তীর গলায় দড়ী,
সত্য করিয়া কনরে মাহুত কোন বা দ্যাশে বাড়ী,
হস্তীরে চড়াওঁ হস্তীরে নড়াওঁ হস্তীর পায় বেড়ী,
সত্য করিয়া কইলাম কন্যা গৌরীপুরে বাড়ী,
হস্তীরে চড়ান হস্তীরে নড়ান হস্তীর গলায় দড়ী,
সত্য করিয়া কনরে মাহুত ঘরে কয় জন নারী,
হস্তীরে চড়াওঁ হস্তীরে নড়াওঁ হস্তীর পায় বেড়ী
সত্য করিয়া কইলাম কন্যা বিয়াও হয় নাই মোরে।

গান ২

চালুয়া খোপা মটুক চুল
শাড়ীর অঞ্চল বাতাসে উড়ায় নারে।
মোর নারীর নবযৈবন
তাকে দেখি হিয়া মোর
দোল খেলায় রে ॥

আঞ্চলে বাধিয়া গুয়া
নদীর ঘাটত বসিয়া আছেন আমাক লাগিয়া
চোখে ঝিলিকি লাগে
নয়া রঙ বেশ ধরে মোর
হিয়া মাঝারে কি তোমাক দেখিয়া ॥

ছাড়িয়া না যাসরে
কি ওহো হো সখী বুকে শ্যাল দিয়া
হাটিয়া যাইতে কমর ঢোলে
আহারে কাঙ্কনী গাছো গুরা।

চম্পানদীর বগলে বগলে রে
কি ওহো হো সখী বানিয়ার বসতী
প্রাণের সোনা কাঢ়িবার আশে
বাঢ়াইলেন পিরীতি সখী
ছাড়িয়া না যাস রে—॥

গান ৩

ধবলী মোরে মাই
সুন্দরী মোরে মাই
দুনো জনে যুক্তি করি,
চল পালাইয়া যাই,

নাই শুনো মাই বাপ মুখে রাও
চান্দী রূপের মত জ্বলে তোর গাও,
ওটি যদি হয় কোন মাই গণ্ডগোল
এক দণ্ডে চলিয়া যাব মরুর বাড়ী কোল
ওটি আছে বড় মামা মোর
করিবে আদর।

গান ৪

ও সেবাদাসী নদীর ওপারে আসে বৌদেসী,
ও সখী না যাবে সখীরে মই না যাবে
বাবুক দেখিয়া মোর লাজ লাগে ॥

বহি যাচ্ছ ধরাবে ধরাবে
শানাই সুরুয়ালী গলায়ও
সিন্দুর যে আছেন বাবু
সেই ও রাঙা মাটিও ॥

নদী আর সবে ফালায়া দাহেন
দয়ার বন্ধু রাঙিও
মোর সোনার বন্ধু রাঙিও

ঝিক ঝিক করি রে—
আঞ্চলে বান্ধিয়া রে
যাইনিরে মন গৌরীপুরে হাট
নীল মন নীলাও না,
ওরে যাই নীরে মন গৌরীপুরে হাট
নীল মন নীলাওনা ॥

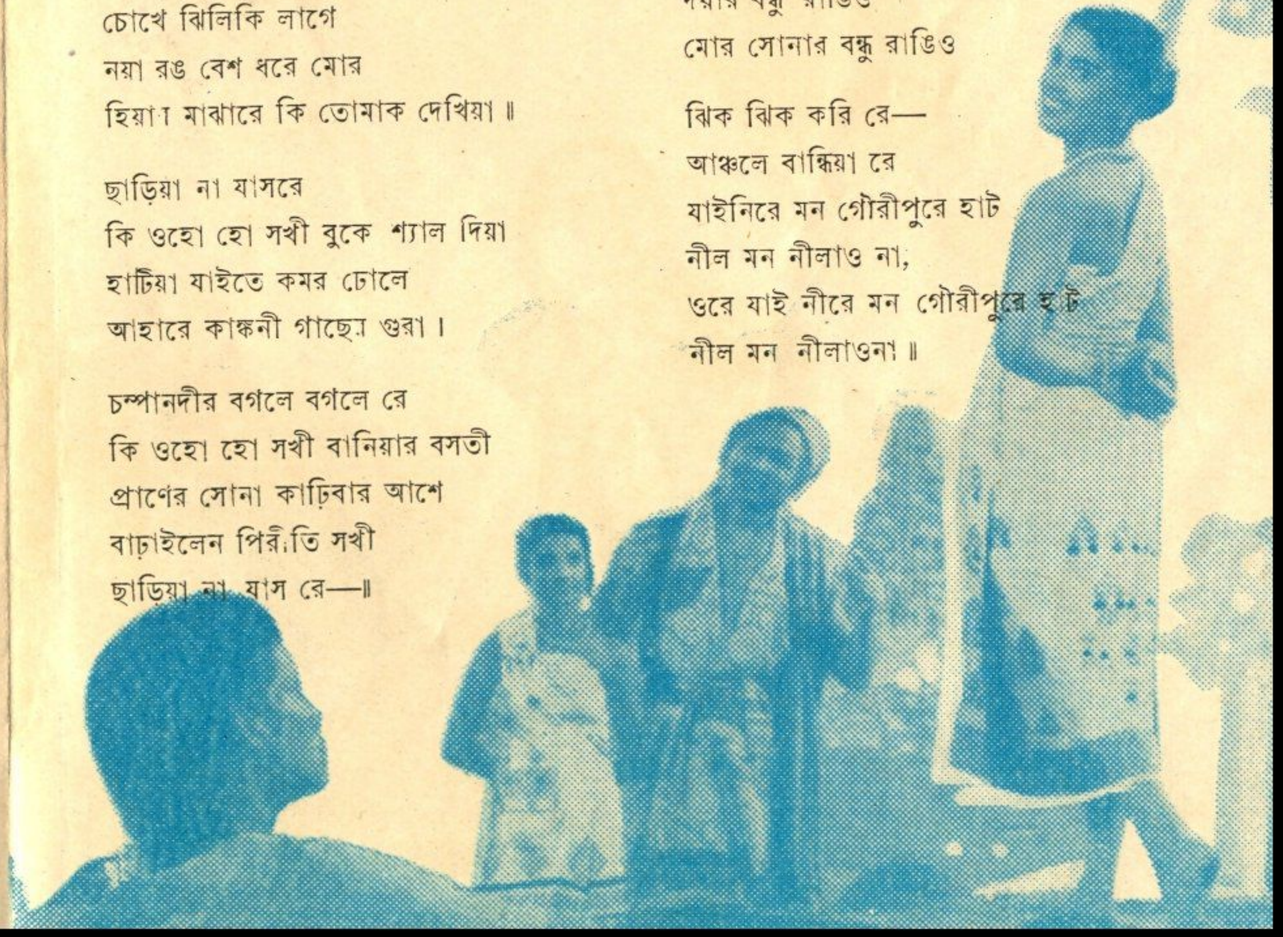

গান ৫

হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা বামনের নারী
মাথায় লৈয়া তাম কলসী ও সখী
হাথে সোনার ঝাড়ি।
ও মোর হয় হস্তীর কন্যারে
দ্যাশের মাহুত আসাম যায়
নারীর মন মোর ঝুড়িয়া রয়
আকাশেতে নাইরে চন্দ্র তারা কেমন জ্বলে
বিটু নারীর পুরুষ নাই ও'
তার রূপে কি কাম করে সখি ও'।
আল্লা আল্লা বলরে ভাই হায় আল্লা রসুল
কোন মহলের হাতীরে ভাই হায় আল্লা রসুল
ভুটান মহলের হাতীরে ভাই হায় আল্লা রসুল
কোন ফান্দাইতের ধরারে ভাই হায় আল্লা রসুল
শিবজী ফান্দাইতের ধরারে ভাই হায় আল্লা রসুল

গান ৬

আজি আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল রে
হাতীর পিঠিত থাকিয়ারে মাহুত
হাতীর মায়া জানো
নারীর মনের কথা
কিবা তোমরা জানো ?
হাতীর পিঠিত থাকিয়ারে মাহুত
কিসের বাটুল মারো
পরের কামিনী করে দেখিয়া
জ্বলিয়া কেনে মরো।
আজি আউলাইলেন মোর
বান্দা ময়াল রে।

গান ৭

হুর হুর হুর উড়ানি কইতর উড়িয়া পড়ে চালে
আরে তোমার পাহাটী রাখিছি বন্ধু বাটা ভরা পান,
ওই পাহাটী উপর লেখা আছে দেওসী সুন্দরীর নাম,
আরে যে হে না রঙ্গে দেউসী সুন্দরী
ওই না রঙ্গে পান ওরে,
আরে পান না খেলিয়া মন না ভুলিয়া
ওরে তোমার প্রাণ
আরে যে হে না রঙ্গে দেউসী ওই না রঙ্গে পান রে,
যারা মানে মোর প্রাণের বন্ধু আমার বাটার পান,
কি যারা মানে মোর মাহুত বন্ধু আমার বাটার পান,
আর হুর হুর হুর উড়ানি কইতর.....

গান ৮

যাও দিয়ে যাও বশ মানানোর গুণের
তাবিজ তাগা,
নেপাল বাবা ভুটান মায়ের মন্ত্রপড়া মাদুলি
এক সঙ্গে দশটি পাবে ফ্যালো যদি আধুলি
এক পলকে ঘুচে যাবে সকল খারাপ লাগা।

এই মাদুলির জোড়ে
মাসতুতো সব ভাইরা আজও হাসে খ্যালে ঘোরে
এই তাগার গুনে রাজ্য চালান আজও হবু রাজা
ষাট পেরিয়েও গবু মন্ত্রী আছেন বেড়ে তাজা
তারা বুনো ওলের সঙ্গে হতে পারেন তেতুল বাঘা,
লাখ টাকাতেও সুন্দরীদের মন পাওয়া যে ভার
তাগা তাবিজ মাদুলিতে সবাই মানে হার
(তাই) তামার তাবিজ ফেরী করি আমি হতভাগা॥

গান ৯

মাহুতর কলিজাত কি হর জুই জলিসে
গাইসে যৌবনর গীত।
তুমি নুবুজিবা গাভরু সোয়ালী
ডেকার উতনুয়া সিত

তোমার নো মন পাবলৈ পহু ধরি আনিমগৈ
আরু ধরি আনিমগৈ হাতী।
হাতী দাঁতর ফনী দিম পোআলরে মণি দিম
দুবরিরে আখন দিম পাতি॥
পর্বতে পর্বতে বগাব পারোঁ মই
লতানো বগাবলৈ টান
জুরীয়া হাতীকো বলাব পারোঁ মই
তোমার নো মন পাবলৈ টান॥

গান ১০

যারা মন দিয়াছে মন নিয়াছে তারে
কেইবা দুরে রাখে॥
(তারা) জন মানে না ক্ষণ জানেনা
ছোটে কোন সে নীড়ের ডাকে॥

ঝাঁকের পায়রা যায় উড়িয়া
ঐ যে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আকাশ গাঙ্গে ঢেউ তোলে আর
ঘোরে বাঁকে বাঁকে॥

ঝাঁক ছাড়িয়া যায় উড়িয়া
ঐ যে জোড়া পাখি।
কোন ডালে সে ঘর বাঁধিবে
ভাবে থাকি থাকি॥
ঝাঁকের পায়রা যায়।

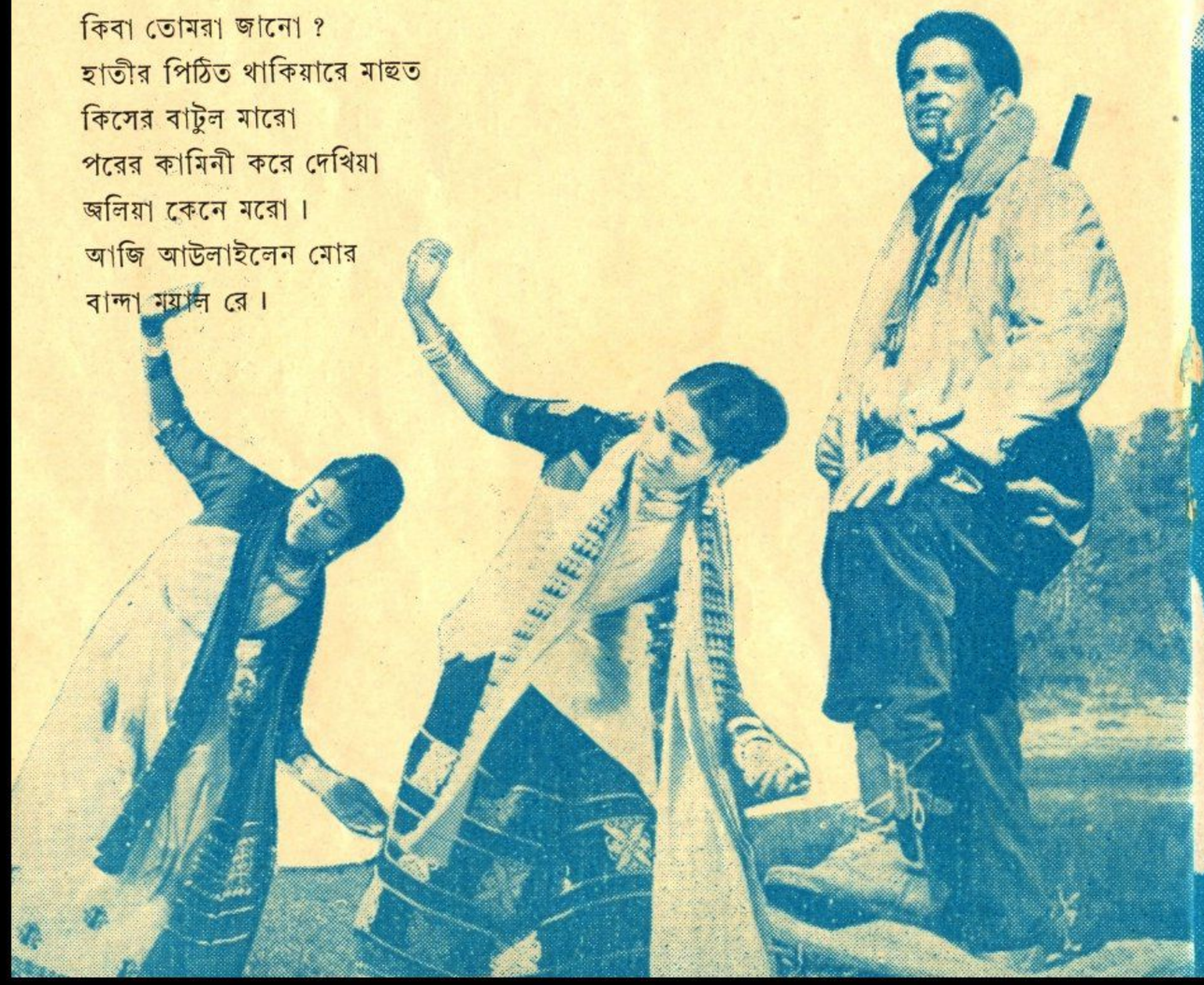

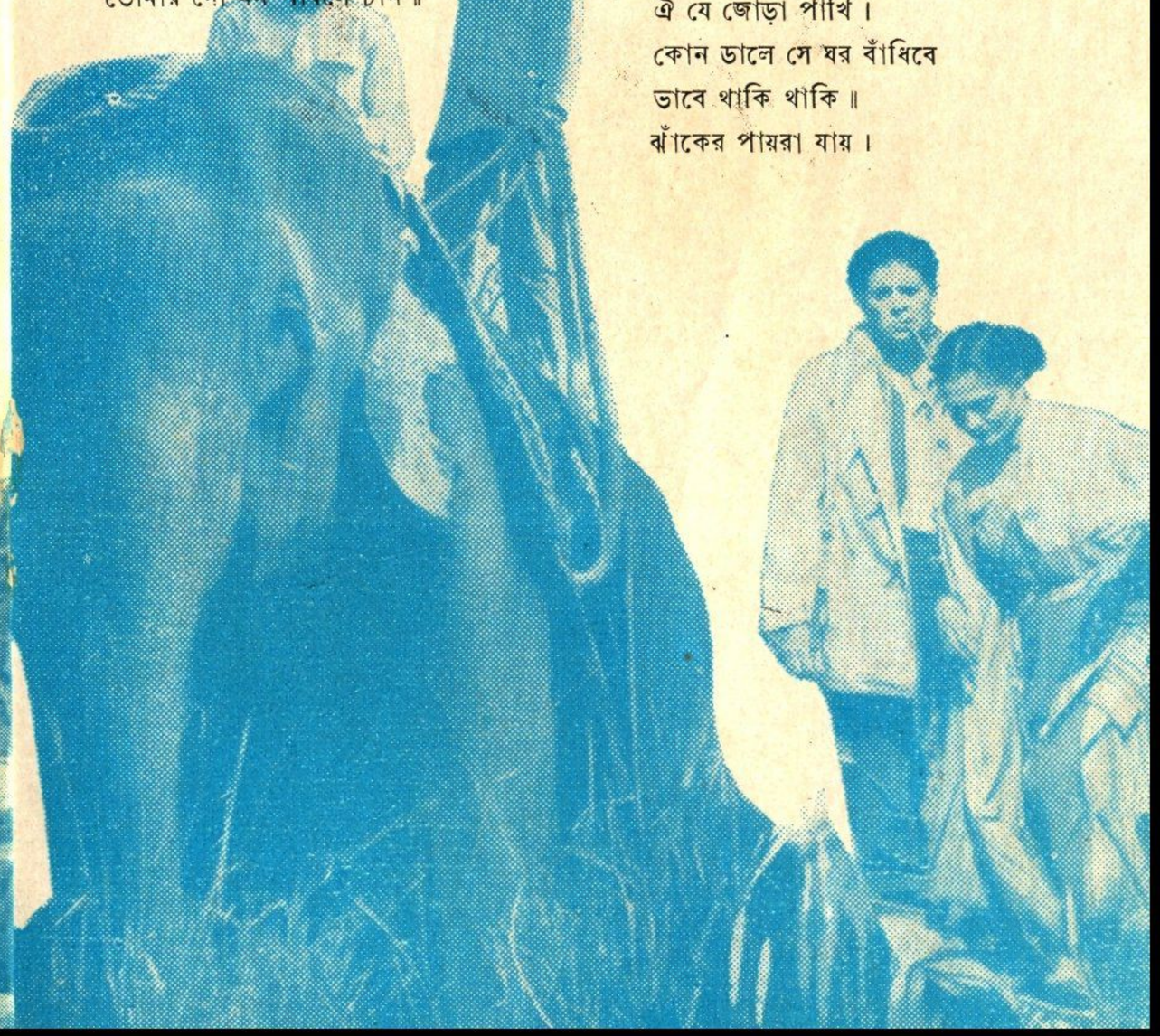

মুক্তি প্রতীক্ষায় !

'মেঘদূত' ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' রচয়িতা প্রেমিক কবির

রোমাঞ্চকর নৃত্য-গীত পূর্ণ সার্থক বাণীচিত্র.....

'বৈজু বাওরা' ও 'মীর্জা গালিবের' পর অন্যতম বিরাট

ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টিতে ভারতভূষণ

सिन्धु फिल्मस प्रस्तुत करते हैं

कवि कालिदास

অন্যান্য ভূমিকায় : নিরুপা রায় ০ অনিতা গুহ

পরিচালনা ও সংগীত : এস. এন. ত্রিপাঠি

বিমল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী পিকচার্স, ২৭, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ।